হযরত আবুবকর

হযরত আবুবকর

গোলাম মোস্তফা

KOBI PROKASHANI

হযরত আবুবকর
গোলাম মোস্তফা

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Hazrat Abubakar (Biography of Hazrat Abubakar in Bengali) by Golam Mostafa
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: December 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98948-6-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

কবি জসীমউদ্‌দীন
স্নেহাস্পদেষু—

আরজ

'বিশ্বনবী' লিখিবার ২২ বৎসর পর হযরত আবুবকরের জীবনী লিখিবার সৌভাগ্য আমার হইল। 'বিশ্বনবী' লিখিবারকালে যে অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিত প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলাম, এবারেও সেই প্রেরণা ও ইঙ্গিত আমাকে এই পথে চালিত করিয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে আমি যখন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের গভর্নিং বডির মেম্বার মনোনীত হই তখনও বুঝি নাই যে, এই মহাপুরুষের জীবনী আমাকে লিখিতে হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে এমন অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হইল যে, তখন পরিষ্কার বুঝা গেল, এই মহান কর্তব্য আমার জন্যই সঞ্চিত হইয়া আছে। বোর্ড হইতে যখন নানা পরিকল্পনা গৃহীত হইল, তখন আমাকে দেওয়া হইয়াছিল কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী লিখিবার ভার। কিন্তু পরবর্তী চিন্তার ফলে বোর্ডের ডিরেক্টর বন্ধুবর ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক আমাকে 'খোলাফায়ে রাশেদিনে'র জীবনী লিখিবার জন্য অনুরোধ জানান। এই প্রস্তাব আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি। আজ গ্রন্থ রচনার শেষে বুঝিতে পারিতেছি, অনেক পূর্বেই এই শুভ কার্য সম্পন্ন করা আমার উচিত ছিল। জীবনের অপরাহ্ণবেলায় অদৃশ্যলোক হইতে কোন সতর্ক অভিভাবক আমার গাফ্‌লতির কথা যেন স্মরণ করাইয়া দিলেন। আমার অবহেলার জন্য আমি আজ সত্যই অনুতপ্ত। ভগ্নস্বাস্থ্য ও ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া আজ আমাকে এই গ্রন্থ লিখিতে হইল। সুস্থ মন ও স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি লইয়া লিখিতে পারিলে হয়তো এই গ্রন্থ আরও নিখুঁত ও সুন্দর হইত।

হযরত আবুবকরের জীবন ও চরিত্র যে কত মহান ও সুন্দর পূর্বে তাহা বুঝি নাই। এখন দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি, হযরত আবুবকরের জীবনী না পড়িলে রসুলুল্লাহ্‌র জীবনী পাঠ সম্পূর্ণ হয় না। ধ্বনির সহিত প্রতিধ্বনি থাকিলে যেমন ধ্বনির পূর্ণতা অনুভব করি, আদর্শের সহিত সার্থক অনুকৃতি দেখিলে যেমন আদর্শের পূর্ণতাই উপলব্ধি করি, সেইরূপ রসুলুল্লাহ্‌র পার্শ্বে তাঁহারই আদর্শে গঠিত হযরত আবুবকরকে দেখিলে রসুলুল্লাহ্‌র মহিমা ও সৌন্দর্যের কথাই বেশি করিয়া মনে পড়ে। হযরত আবুবকর ছিলেন সত্যই রসুলুল্লাহ্‌র মূর্তিমান ধ্বনি। হযরত আবুবকর যে বলিয়াছিলেন : 'আমি আল্লাহ্‌র খলিফা নই, আমি রসুলের খলিফা'—এ কথা অতি সত্য।

ইসলামের এক কঠিন সংকট-মুহূর্তে হযরত আবুবকর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব মাথায় লইয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর আবুবকর ও ওমরের ন্যায় দুইজন

মহান খলিফাকে আমরা যদি না লাভ করিতাম তবে ইসলামের কী দশা হইত তাহা ভাবিবার কথা। আবুবকর ও ওমর সম্বন্ধে বিখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক Von Kremer সত্যই বলিয়াছেন :

> 'Of both it be might truly said that without them Islam would have perished with the Prophet.'
>
> —Politics in Islam, p. 13

বাস্তবিকই তাই। রসুলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গেই আরব দেশ হইতে ইসলাম একরূপ মুছিয়া যাইতে বসিয়াছিল। হযরত আবুবকর এবং পরে হযরত ওমরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইসলাম আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'খোলাফায়ে রাশেদিন' হযরত রসুলে করিমের জীবন ও কর্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণ জানিতে হইলে তাহার পারিপার্শ্বিকতাকেও জানিতে হয়। সেইরূপ রসুলুল্লাহ্‌র জীবন ও কর্ম সঠিকভাবে জানিতে হইলে তাহার পটভূমি ও পরিবেশের সহিত পরিচিত হওয়াও প্রয়োজন।

'হযরত আবুবকর' খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম গ্রন্থ।

হযরত আবুবকরের জীবনী লিখিতে যেসব প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি তাহার একটি তালিকা পুস্তকের শেষে 'প্রমাণপঞ্জি'তে দেওয়া হইল। এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। হযরত আবুবকরের খিলাফতকালে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাদের কালক্রম সর্বত্র ঠিক আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ করিয়া দামেশ্‌ক, আজনাদিন ও ইয়ারমুকের যুদ্ধ যে কোনটি কখন ঘটিয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কেহ বলিয়াছেন, হযরত আবুবকরের সময়ে খলিফা কর্তৃক দামেশ্‌ক বিজিত হয়, তারপর ঘটে আজনাদিন ও ইয়ারমুকের যুদ্ধ। ইয়ারমুকের যুদ্ধ যখন চলিতে থাকে তখন হযরত আবুবকরের মৃত্যু হয় (৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে)। মৃত্যুর পর হযরত ওমর খলিফা পদ লাভ করিয়াই খালিদকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে বরখাস্ত করেন। আজনাদিন ও দামেশ্‌কের যুদ্ধ আগে, না ইয়ারমুকের যুদ্ধের আগে ইহা লইয়াও মতভেদ আছে। Hitti বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধ হযরত ওমরের সময়ে (৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে) সংঘটিত হয় এবং এই সময় তিনি খালিদকে পদচ্যুত করেন। ইহার পর আবু ওবায়দার অধীনে দামেশ্‌ক বিজিত হয়। কিন্তু Sir William Muir ও Gibbon অন্যরূপ বলেন। এই সব সূক্ষ্ম বিচারে আমি প্রবৃত্ত হই নাই। ইতিহাসের ছাত্রেরা ইহা গবেষণা করিবেন। ঐতিহাসিকগণ হযরত ওমরের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য শেষের কয়েকটি যুদ্ধ হযরত ওমরের আমলে ফেলিয়া দিয়াছেন কি না, ভাবিবার বিষয়। মহাবীর খালিদের পদচ্যুতির প্রকৃত কারণ কী, তাহাও বুঝা কঠিন। এখানেও নূতন আলোকপাতের অবসর আছে বলিয়াই মনে করি।

পরিশেষে বোর্ডের চেয়ারম্যান মি. জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরীকে তাঁহার গুণগ্রাহিতা ও সাহিত্যানুরাগের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জনাই। আর একজনের নাম

এখানে উল্লেখ না করিলে চরম অকৃতজ্ঞতার কাজ করা হইবে, ইনি হইতেছেন আমার স্ত্রী বেগম মাহ্‌ফুজা খাতুন।

আরও একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। এই গ্রন্থ কাব্যের ভাষায় লিখিত। এই কারণে রসুলুল্লাহ্‌র নামের শেষে দরুদ এবং তাঁহার সহধর্মিণী, খলিফা ও সাহাবাগণের নামের শেষে যথাস্থানে দরুদ ও 'রাজি আল্লাহ্‌' পুনঃলিখিত হয় নাই। আশা করি ভক্ত পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহাদের নামের শেষে যথাস্থানে 'রাজি আল্লাহ্‌' পড়িবেন।

গোলাম মোস্তফা

মুস্তাফা-মঞ্জিল
শান্তিনগর, ঢাকা
৫ অক্টোবর, ১৯৬৪

সূচিপত্র

পেশ নজর	১৩
বংশ-পরিচয় ও সামাজিক জীবন	১৪
ইমলাম গ্রহণ	১৭
সিদ্দীক	২০
দুইজনের একজন	২২
মদিনায়	২৪
খলিফা নির্বাচন	৩৩
প্রথম খলিফা	৪৬
সিরিয়া অভিযান	৫১
অভিযানের ফলাফল	৫৪
চারিজন ভণ্ড নবী	৫৬
ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৫৯
ধর্মদ্রোহীদের পরাজয়	৬৪
বাহরাইন অভিযান	৭৩
উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত	৭৫
সিরিয়া সীমান্তে	৮২
দামেশ্‌ক অবরোধ	৮৭
আজনাদিনের যুদ্ধ	৯০
দামেশ্‌ক বিজয়	৯৪
ইয়ারমুকের যুদ্ধ	৯৮
হযরত আবুবকরের ইন্তেকাল	১০৭
আবুবকরের সত্যরূপ	১১১
ইরাক সীমান্ত	১২২
মুসান্নার চরিত্র	১২৫
ইয়ারমুকের পর	১২৭
হিরাক্লিয়াস	১৩০
খালিদ	১৩১
শেষ নজর	১৪৯

পেশ নজর

হযরত আবুবকর।

কী সুন্দর সহজ সরল আড়ম্বরহীন নামটি! উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে জাগে একটি সৌম্য, স্নিগ্ধ, পবিত্র পুরুষের মুখ। একমাত্র সন্ধ্যাতারার সঙ্গেই সে মুখের তুলনা হইতে পারে। দিবসের দীপ্তরবি অস্তমিত ইহবার পর ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে যে প্রশান্তির বাণী লইয়া গগনকোণে সন্ধ্যাতারা উদয় হয়, বিশ্বনবীর অন্তর্ধানের পর তেমনি কল্যাণদীপ্ত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত ইসলামের গগনকোণে দেখা দিলেন হযরত আবুবকর। অগণিত তারকার একজন হইয়াও সন্ধ্যাতারা যেমন সূর্যের বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল, হযরত আবুবকরও তেমনি মানুষ হইয়াও বিশ্বনবীর নৈকট্য মহিমায় উজ্জ্বল। সন্ধ্যাতারার প্রতি তাকাইলেই মনে হয় সূর্যের সম্পর্ক তখনও তাহার ছিন্ন হয় নাই। কোনো অতল গহন হইতে সূর্য তখনও তাহার মুখপানে তাকাইয়া আছে। হযরত আবুবকরের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। রসুলুল্লাহ্ ইন্তেকাল করিলেও আড়াল হইতে তখনও যেন তিনি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া ছিলেন।

সত্যই তো তাই। দুই যুগের সন্ধিক্ষণে হযরত আবুবকরের আবির্ভাব। বিশ্বনবীর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে নবুয়তের যুগ চিরদিনের মতো সমাপ্তিরেখা টানিয়া দিল। এতকাল মানুষ যতই পাপ ও অনাচার করুক না কেন সত্য ও সুন্দরের পথ হইতে যতই দূরে সরিয়া যাউক না কেন, এই এক পরম ভরসা তাঁহার মনের কোণে জাগিয়া থাকিত যে যুগে যুগে যেমন আসিয়াছে, প্রয়োজনের তাগিদে তেমনিই করিয়া কোনো না কোনো নবী বা রসুল নামিয়া আসিয়া ধরণীকে পাপমুক্ত করিবেন এবং এইরূপে মানবকুল ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। সে আশার দুয়ার এবার চিরতরে রুদ্ধ হইল। হযরত মুহম্মদ (দ.) যে সর্বশেষ নবী এবং তাঁহার পরে যে আর কোনো নবীই আসিবেন না—এই বাণী জলদগম্ভীর স্বরে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল বিশ্ববাসীকে শুনাইয়া দিলেন। কাজেই রসুলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টির দুয়ার চিরতরে বন্ধ হইল, আর এক সম্ভাবনার নূতন দুয়ার খুলিয়া গেল। এক অভূতপূর্ব নূতন যুগ বিশ্ব মানুষের নয়নকোণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই যুগ আর আগের যুগ নয়, সেই পৃথিবীও আগের পৃথিবী নয়, সে আকাশ আর আগের আকাশ নয়। সীমারেখার এপারে ওপারে তাই মহাপার্থক্য ঘটিয়া গেল। এপার হইতে শুরু হইল নিছক মানবতার যুগ। মানুষ বুঝিতে পারিল তাহাদের মধ্যে পথপ্রদর্শকরূপে এখন হইতে আর কোনো নবী বা রসুলের আবির্ভাব হইবে না, কোনো ওহি আর

নাজিল হইবে না, কোনো ফেরেশতা আর আসিবে না, নূতন কোনো আসমানি কিতাবও আর অবতীর্ণ হইবে না। তুফান হয়তো বহুবার আসিবে কিন্তু, সেই তুফানে নুহের কিস্তি আর ভাসিবে না; হেরা গিরির নিভৃত গুহায় কোনোদিন আর নূতন কোনো পয়গম্বরের কাছে জিবরাইল ফেরেশতা আল্লাহ্‌র বাণী বহন করিয়া আনিবে না। বিশ্ব মানুষের ইহলোক ও পরলোক পথের সন্ধান এবং সতর্কবাণী আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যাহা দিবার ছিল, নিঃশেষে তাহা দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এখন তাহাকে পথ চলিতে হইলে বাহির হইতে কোনো আলোচনার আশা না করিয়া আপন অন্তরের সঞ্চিত আলোতেই প্রদীপ জ্বালাইতে হইবে এবং সেই আলোকে পথ চিনিয়া আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

এই জন্যই বলিতেছিলাম রসুলুল্লাহ্‌র ইন্তেকাল বিশ্বের ইতিহাসে এক মহাস্মরণীয় ঘটনা। দুই যুগের এ এক মহাক্রান্তিকাল। মহাকালকে এখানে দুই বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। মহাকালের এ যেন দুই গোলার্ধ পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া আছে। সন্ধ্যাকাশে আলো-আঁধারের মিলনমোহনায় এই ক্রান্তিকালের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। দিনের আকাশ যেখানে শেষ হইয়াছে ঠিক সেখান হইতেই রাতের আকাশ আরম্ভ হইতেছে। দিনের আকাশ হইতে মুখ ফিরাইয়া রাতের আকাশপানে চাহিতেই সর্বপ্রথম যেমন দৃষ্টি পড়ে অস্ত রবির আলোক-সাগর হইতে সদ্যস্নাত সন্ধ্যাতারার প্রতি; নূরনবীর অস্তগমনের পর তেমনি দেখা দিলেন তাঁহারই জ্যোতিস্নাত নূতন আকাশে প্রথম তারকা হযরত আবুবকর।

এই কঠিন মুহূর্তে আকাশের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া নূতন পৃথিবীর মানুষের মুখপানে চাহিয়া তিনি যেন সকলকে এই অভয় বাণী শুনইলেন : ভয় নাই। রসুলুল্লাহ্‌ ইন্তেকাল করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের পথচলা শেষ হইবে না! আসুক কালরাত্রি, আসুক ঝঞ্ঝা, আসুক বাধা, আসুক বিপদ, রসুলুল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে আমরা চলিবই। যে নূরের আলো তিনি আমাদের অন্তরে অন্তরে জ্বালিয়া দিয়াছেন, সেই আলোই আমাদিগকে পথ দেখাইবে, অন্য আলোর কোনো প্রয়োজন নাই। সাধনার দ্বারা, সংগ্রামের দ্বারা এই তিমির রাত্রির অবসান ঘটাইয়া আমরা আবার নবসূর্যের জন্ম দিব।

এমনি আশাদীপ্ত উজ্জ্বল মহিমায় মানুষের কঠিন দুঃসময়ে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন হযরত আবুবকর।

বংশ-পরিচয় ও সামাজিক জীবন

আবুবকর নামটি যেমন সরল উহার অর্থও তেমনি সরল। অর্থ হইতেছে 'উটের পিতা'। তাঁহার আরও কয়েকটি নাম ছিল। প্রাক্‌ ইসলামিক যুগে তিনি আবদুল কাবা ও আতিক নামে অভিহিত হইতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহার নামকরণ

করা হয় আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র সেবক। সিদ্দীক নামেও তিনি অভিহিত হইতেন। তাঁহার পিতার আসল নাম ছিল উসমান, কিন্তু নাম ছিল আবু কোহাফা। তাঁহার মাতার নাম ছিল সালমা। কুনিয়াত ছিল উম্মুল খায়ের। মক্কায় অবস্থানকালে আবুবকর দুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম কুতাইলা এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম উম্মে রুমান। কুতাইলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আবদুল্লাহ্ ও আসমা। উম্মে রুমানের গর্ভে জন্ম হয় রহমান ও আয়েশার।

হযরত মুহম্মদ ও হযরত আবুবকর একই কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তবে উভয়ের গোত্র পৃথক ছিল। রসুলুল্লাহ্র গোত্রের নাম ছিল বনি হাশেম এবং আবুবকরের গোত্রের নাম ছিল বনি তায়িম। এই উভয় গোত্রের মিলন ঘটিয়াছিল ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষে, অর্থাৎ মুররাহ্র মধ্যে। উভয়ের বংশলতিকা এইরূপ :

হযরত আবুবকরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, বিবি খাদিজা যে মহল্লায় বাস করিতেন, আবুবকরও সেই মহল্লার অধিবাসী ছিলেন। সামান্য লেখাপড়া তিনি জানিতেন। তবে পূর্ব হইতেই তাঁহার বংশমর্যাদা ও সামাজিক সম্মান সর্বজনবিদিত ছিল। সমগ্র কোরেশ বংশের ইতিহাস ও কুর্সিনামা তিনি জানিতেন।

রসুলুল্লাহ্র জন্মের দুই বৎসর পরই (৫৭২ খ্রি.) হযরত আবুবকরের জন্ম। সেই হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬০ বৎসরকাল এই মহাপুরুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের সহিত সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে ছায়ার ন্যায়

অনুগমন করিয়াছেন। এইখানে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, রসুলুল্লাহ্ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৬২ বৎসর বয়সে (৬৩৪ খ্রি.) ইহলোক হইতে বিদায় লন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উভয়ের আয়ুষ্কাল সমানই ছিল, শুধুমাত্র দুই বৎসরের ব্যবধান। স্বয়ং আল্লাহ্ই যেন এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। উভয়ের জন্ম-মৃত্যু একই সময়ে সংঘটিত হইলে নবুয়ত যুগ এবং মানবীয় যুগের মাঝখানে এমন একটা শূন্যতা (Vacuam) সৃষ্টি হইত, যাহা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। হযরত আবুবকরের দুই বৎসরের শেষ জীবন উভয় প্রান্তের মধ্যে স্বর্ণসেতুর কাজ করিয়াছে, তিনি ছিলেন যেন খেয়াতরির মাঝি। ওপার হইতে কিছু আলো এপারে আনিয়া দিয়া তিনি মানবজাতির সত্যই পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কোনো অনভিজ্ঞ আনকোরা মানুষের পক্ষে এই সংযোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হইত না। হযরত আবুবকর ছিলেন তাই নূতন পৃথিবীর সর্বপ্রথম আদর্শ মানব। মহানবীর সমস্ত আলো, সমস্ত প্রভাব, সমস্ত আদর্শ, লক্ষ্য ও ধ্যান-ধারণা তাঁহার জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

এমনই মহিমাময় বেশে বিশ্বনবীর রূপ সুষমা গায়ে জড়াইয়া হযরত আবুবকর দেখা দিলেন নূতন পৃথিবীর দিক সীমানায়। আল্লাহ্র সর্বশেষ আদর্শ নবী যখন অন্তর্হিত হইলেন তখন দিগ্‌ভ্রান্ত মানবজাতি সারা প্রাণ দিয়া কামনা করিতেছিল এমন একজন বলিষ্ঠ মানুষকে যে মানবীয় আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াই মানুষের আদর্শরূপে পরিগণিত হইতে পারে। নিঃসন্দেহে সেই আদর্শ মানুষটি হইতেছেন হযরত আবুবকর। নবী না হইয়াও মানুষ যে কত পূর্ণ, সুন্দর ও মহৎ হইতে পারে হযরত আবুবকর তাহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আবুবকর হযরত মুহম্মদ অপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার চরিত্রে নানা গুণ ও মহত্ত্বের আভাস লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার সমসময়ে মক্কার কোরেশ সমাজের সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতার যে স্রোত বহিতেছিল তাহা হযরত আবুবকরকে কোনোদিনই স্পর্শ করিতে পারে নাই। বাল্যকাল হইতেই তিনি হযরত মুহম্মদের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিত্র নিষ্কলুষ ও মধুর হইতে পারিয়াছিল। মহানবীর নৈতিক প্রভাব তাঁহার দেহে, মনে ও আত্মায় অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা হৃদ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং উভয়ের প্রতি উভয়েরই অনুরাগ চিরদিন অক্ষুণ্ন ছিল। রসুলুল্লাহ্র মতোই তিনি ছিলেন চরিত্রবান, সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ। কোনো দুর্নীতি বা অন্যায়কে তিনি সমর্থন করিতেন না। আকৃতির দিক দিয়াও তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন। তাঁহার বর্ণ ছিল শুভ্র, নাসিকা উন্নত। সেই নাসিকার দুই পার্শ্বে ছিল দুইটি কৃষ্ণবর্ণের উজ্জ্বল চক্ষু। বাহু দুইটি ছিল বলিষ্ঠ পেশি সংবলিত ও দীর্ঘ। সমস্ত অবয়বটি গম্ভীর সৌন্দর্যে মণ্ডিত। আরবীয় পোশাকে যখন তিনি লোক সমাজে বাহির হইতেন তখন তাঁহার আভিজাত্যপূর্ণ ভঙ্গিমা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

চরিত্র-মাধুর্য ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দ্বারাই যে তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন তাহা নহে। বিপুল ঐশ্বর্য তাঁহার সম্মান ও মর্যাদাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি ছিলেন কোরেশদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। ছাগ, মেষাদি ও উষ্ট্র তাঁহার যথেষ্ট ছিল, তদুপরি ব্যবসা দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবেও ব্যবসা করিতেন আবার কোনো কোনো সময় রসুলুল্লাহ্‌র সহিত একসঙ্গে ব্যবসা করিতে যাইতেন। তাঁহার বয়স যখন মাত্র আঠারো বৎসর তখন হইতেই তিনি বস্ত্রব্যবসা অবলম্বন করেন। সেই সূত্রে বহুবার তাঁহাকে সিরিয়া, বসরা ও ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে যাইতে হয়। সততার সহিত একনিষ্ঠভাবে এই ব্যবসা করিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু সে অর্থ তিনি নিজে কখনো ভোগ করেন নাই। দীন-দরিদ্র এবং নির্যাতিতদিগের কল্যাণে তিনি সেই অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। বহু ক্রীতদাসকে তাহাদের অত্যাচারী মনিবদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব হইতেই আবুবকরের বংশমর্যাদা ও সামাজিক সম্মান ছিল। সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যাপারে কোরেশগণ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। কোনো ব্যক্তিকে কেহ হত্যা করিলে তাহার রক্তপণ নির্ধারণের ভার তাঁহার ওপর ন্যস্ত ছিল।

ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আবুবকরের ধর্মমতেরও কিছুটা বৈশিষ্ট্য ছিল। মূর্তিপূজা বা বহু দেববাদকে কোনোদিনই তিনি সমর্থন করেন নাই। এই দৃশ্যজগতের ভাঙা-গড়ার অন্তরালে যে একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আছেন এ কথা তিনি জানিতেন এবং মানিতেন।

এই অবস্থাতেই আবুবকর ইসলামের প্রবেশ দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম প্রচারের প্রথমেই হযরত আবুবকর ইসলাম গ্রহণ করেন। কী অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ আছে। আল্লাহ্‌র আদেশ লাভ করিয়া হযরত মুহম্মদ (স.) কোরেশদিগের নিকট তৌহিদের বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কোরেশগণ এই নূতন ধর্মমতের কথা শুনিয়া হযরতের ওপর মহাখাপ্পা হইয়া উঠিল। এই সময় আবুবকর ব্যবসা উপলক্ষ্যে ইয়েমেনে অবস্থান করিতেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি যখন মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন তখন আবু জহল, উতবা, শাইবা এবং আরও অন্যান্য কোরেশ নেতৃবৃন্দ তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেল। বলা বাহুল্য, আবুবকর তখনও কোরেশদিগের অন্যতম নেতা রূপেই সম্মানিত হইতেন। কথা প্রসঙ্গে আবুবকর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনো নূতন খবর আছে কি? তাহারা বলিল, আছে বইকি! সবচেয়ে বড় খবর হইতেছে এই যে আবু তালেবের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ সম্প্রতি এক নূতন ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ

করিয়াছে। সে বলিতেছে আমাদের দেবদবীরা সব মিথ্যা আর তার আল্লাহ্ই নাকি একমাত্র সত্য। বলিতে বলিতে সকলেই অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। এ কথা শুনিয়া আবুবকরের মুখ অতিশয় গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হযরত মুহম্মদের (দ.) সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। কোরেশগণ ভাবিল এইবার মুহম্মদের কিছু চৈতন্য হইবে।

হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়াই আবুবকর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি সত্যই কোনো নূতন ধর্মপ্রচার করিতেছেন?

হযরত মুহম্মদ (স.) বলিলেন, হ্যাঁ।

: সে ধর্মের ব্যাখ্যা কী?

: সে ধর্মের ব্যাখ্যা এই—আল্লাহ্ এক তাহার কোনো শরিক নাই। একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদের উপাস্য; দেবদেবী সব মিথ্যা। আমি আল্লাহ্র রসুল, তাই আমি কলেমা ঘোষণা করিবার আদেশ পাইয়াছি—'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'।

মহাসত্যের জ্যোতিস্পর্শে আবুবকরের অন্তর দ্রবীভূত হইল। বলিলেন : 'হযরত, আপনি আমাকে এখনই এই ধর্মে বায়াত করুন।' এই বলিয়া হযরতের হাতে হাত রাখিয়া তিনি তৌহিদের কলেমা পাঠ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি পুনরায় কোরেশদিগের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। আবুবকরকে তাহারা দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। ভাবিল, মুহম্মদকে খানিকটা শিক্ষা দিয়াই আবুবকর ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু আবুবকর আসিয়াই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'আমি আর এখন তোমাদের দলে নাই। আমি মুসলমান।'

এই কথা শুনিয়া কোরেশগণ আবুবকরের ওপর মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু আপাতত কিছুই বলিল না। নীরবে সকলে প্রস্থান করিল।

এইরূপে হযরত আবুবকর পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে মুসলিম হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। অবশ্য ইহার পূর্বেই হযরত আলী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন একজন বালক মাত্র। এ কারণে বলা যায় হযরত আলী ছিলেন বালকদিগের মধ্যে প্রথম মুসলমান এবং হযরত আবুবকর ছিলেন বয়স্কদিগের মধ্যে প্রথম। সেই হইতে আবুবকর রসুলুল্লাহ্র সমস্ত আদেশ-নিষেধ দ্বিধাহীন চিত্তে বিনা প্রশ্নে মানিয়া চলিতেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হইতে আবুবকরের চরিত্র আরও উজ্জ্বল ও মধুর হইয়া প্রকাশ পায়। যুক্তি নয়, বিচার নয়, ইন্দ্রিয়াতীত গভীর অনুভূতি ও প্রেমই এ পথে তাঁহাকে চালনা করিয়াছিল। এ সম্পর্কে হযরত মুহম্মদ (দ.) নিজেই বলিয়াছেন, 'আমি যখনই ইসলাম সম্বন্ধে কাহাকেও কোনো নির্দেশ বা উপদেশ দিয়াছি, নিঃস্বংশয় চিত্তে তাহা কেহই গ্রহণ করে নাই; কিছু না কিছু সংকোচ বা সন্দেহের সঙ্গেই তাহারা আমার বাক্য মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু একমাত্র আবুবকরকেই দেখিয়াছি, আমার যেকোনো আদেশ-নিষেধকে সে বিনা দ্বিধায়, বিনা জিজ্ঞাসায় সমগ্র অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছে।'—সূয্যুতি।

ইসলাম গ্রহণের পর হইতে হযরত আবুবকর হযরত মুহম্মদের নিত্য সহচররূপে জীবন অতিবাহিত করিয়ছিলেন। অনেক মহাপুরুষেরই অনেক অন্তরঙ্গ শিষ্যের গুরুভক্তি ও ধর্মানুরাগের কাহিনি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি আবুবকরের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের তুলনা মিলা ভার। ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর ছায়ার ন্যায় সর্বত্র হযরত মুহম্মদের অনুগমন করিয়াছেন। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পরম বন্ধুরূপে তিনি সর্বদা তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এইখান হইতে আল্লাহ্র রসুল চির জীবনের মতো একজন দোসর পাইলেন। কোনো নূতন সত্য বা আদর্শ প্রচারে এমন একজন একনিষ্ঠ সহচর বা সাহাবির প্রয়োজন আছে। বেশি লোকের দরকার হয় না। এক মতের এক পথের মাত্র দুই-একজন সাথী পাইলেই সত্য জয়যুক্ত হইতে পারে। হযরত মুহম্মদের চারিজন খলিফা এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ। হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং হযরত আলী—এই চারিজন সাহাবা ছিলেন হযরতের নিত্য সহচর। ইহাদের মধ্যে হযরত আবুবকর ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সর্বদিক দিয়া শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়। কাজেই রসুলুল্লাহ্র ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যে হযরত আবুবকর সর্বপ্রথম খলিফা পদলাভ করিয়াছিলেন, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুসংগত হইয়াছিল।

ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই হযরত আবুবকর কেন যেন এক নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সেই হইতে তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন আল্লাহ্ ও রসুলের সেবায় নিয়োজিত করিলেন। রসুলুল্লাহ্ যেদিন সত্য প্রচারের নির্দেশ লাভ করিয়া কাবা মন্দিরে কোরেশদিগের সম্মুখে সর্বপ্রথম তৌহিদের বাণী ঘোষণা করিলেন এবং তাহার ফলে কোরেশ দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক নিদারুণভাবে প্রহৃত হইয়া হতচেতন হইয়া পড়িলেন, তখন আবুবকর ছুটিয়া গিয়া কোরেশদিগের মোকাবিলা করিলেন। ফলে তিনিও মাথায় গুরুতর আঘাত পাইয়া চৈতন্য হারাইলেন। এইরূপে ইসলামের সহিত কাফিরদিগের প্রথম সংঘর্ষের দিনেই হযরত আবুবকর রসুলুল্লাহ্র পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার আঘাত ও বেদনাকে সমভাবে ভাগ করিয়া লইলেন। সংবাদ পাইয়া উভয়ের আত্মীয়-স্বজন ছুটিয়া আসিলেন এবং দুইজনকে ধরাধরি করিয়া নিজ নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। হযরত আবুবকরের যখন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন তাঁহার মুখে সর্বপ্রথম এই প্রশ্নই ধ্বনিত হইল : 'রসুলুল্লাহ্ কোথায়? তিনি কেমন আছেন?' তাঁহার মাতা উম্মুল খায়ের বলিলেন, 'তিনি জায়েদ ইবনে আকরামের গৃহে আছেন এবং ভালো আছেন।' তখন আবুবকর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ মাতার সঙ্গে ইবনে আকরামের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রসুলুল্লাহ্র সুস্থ অবস্থা দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

এইখানে একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিল। সত্যের প্রতি অবমাননা লক্ষ করিয়া উম্মুল খায়েরের কোমল নারীপ্রাণ আর স্থির থাকিতে পারিল না। রসুলুল্লাহ্র নিকট তিনি তৎক্ষণাৎ বায়াত হইয়া তৌহিদের কলেমা পাঠ করিলেন। এই নূতন মত ও

পথ গ্রহণ করিবার সময় তিনি স্বামীর সম্মতি লইবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। বাহির হইতে সত্যের আহ্বান যেই আসিল, অমনি তাঁহার অন্তর সাড়া দিয়া উঠিল। এখানে আমরা মাতা ও পুত্র উভয়ের চিত্র একসঙ্গে দেখিবার সুযোগ পাইতেছি।

মহীয়সী জননীদের গর্ভেই মহৎ সন্তানের জন্ম হয়। হযরত আবুবকরের মহৎ জীবন ও উন্নত চরিত্রের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই লাভ করিয়াছি। এমন একজন মহৎ ব্যক্তির জননী মহীয়সী নারী হইবেন, এই অনুমান আমরা তখনই করিয়াছিলাম। আবুবকরের মাতাকে দেখিয়া সেই অনুমান এখন সুদৃঢ় হইল। যেমন জননী, তেমনি সন্তান! কোনো আশা নাই ভরসা নাই, সম্মুখে দুস্তর মরুভূমি, বন্ধুর পথ, পদে পদে বাধা, পদে পদে বিপদ। তবু তিনি জানিয়া শুনিয়াই এই পথে পা বাড়াইলেন। পরবর্তীকালে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তবু নিজেদের সংখ্যাবল ও পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতির ওপর নির্ভর করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রাথমিক যুগে যাঁহারা এক একজন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আন্তরিকতা ও মনোবলের তুলনা হয় না। জীবন বিপন্ন করিয়াই তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে উম্মুল খায়ের ছিলেন এই প্রাথমিক যুগের সত্য সন্ধানীদের অন্তর্ভুক্ত। বিবি খাদিজার পর তাঁহার ইসলাম গ্রহণকে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া যায়।

সিদ্দীক

তারপর শুরু হইল সংঘর্ষ ও উৎপীড়নের পালা। গোপনে গোপনে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতেছে কোরেশগণ জানিতে পারিয়া তাহাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। হযরত ওসমানের ন্যায় সম্ভ্রান্ত শরিফ ঘরের লোকেরাও রেহাই পাইল না। হযরত আবুবকরের ওপর কোরেশদিগের আক্রোশ আরও দ্বিগুণ হইল। তাহার কারণ তাঁহার বিপুল অর্থ লইয়া তিনি মজলুমদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। বহু অত্যাচারিত ক্রীতদাসকে মুক্তিপণ দিয়া তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া তিনি আজাদ করিয়া দিতে লাগিলেন। হাবশি ক্রীতদাস হযরত বিলাল, হযরত আবুবকরের কল্যাণেই মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। হযরত আবুবকর এই শ্রেণির ক্রীতদাস ও মজলুমদিগের জন্য ত্রিশ হাজারের অধিক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই শক্তিমান পুরুষকে খর্বিত করিবার জন্য কোরেশগণ বদ্ধপরিকর হইল। সর্বপ্রকার অত্যাচার ও সামাজিক শাসন তাঁহার ওপর চালাইতে লাগিল। রসুলুল্লাহ্ও তাঁহার নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দ্বিতীয় কিস্তিতে তাঁহাকে আবিসিনিয়ায় হিজরতে পাঠাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। কথিত আছে তিনি তদনুসারে অন্যান্য সকলের সহিত আবিসিনিয়া যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু